বিশ্বমানবী লোকমাতা আমাদেরই ভগিনী নিবেদিতা

অমলেশ পাইকারা

বিশ্বমানবী লোকমাতা আমাদেরই ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন ভারত বান্ধবী। তিনি হলেন এমন এক ব্যক্তিত্বের মহিয়সী নারী, যিনি তাঁর আপন অসাধারণ মেধাবী ও তেজস্বিনীর দ্বারা ভারতবর্ষকে জয় করে, আপন করে নিয়েছিলেন এবং এ দেশের নারী জাগরণে ও নারী শিক্ষায় নিজের কাজকর্মকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলেছিলেন, যা শুধু অতীত নয়, বর্তমান সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী উন্নয়ণে ও নারী সচেতনতার ক্ষেত্রে যেমন সাহায্য ও সহযোগিতা করছে, ঠিক তেমনি ভবিষ্যতেও তা ব্যতিক্রম হবে না। কারণ,জ্যোতির্ময়ী ভগিনীনিবেদিতা নিজের দেশকে বিদেশ করে দিয়ে, বিদেশকে স্বদেশ করে নিয়ে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ভারতবাসীর সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করে গেছেন। তাঁর আসল নামটি ছিলো মার্গারেট নোবেল। তিনি ১৮৬৭ সালের ২৮ শে অক্টোবর মাসে আয়ারল্যান্ডের ডাঙ্গানন অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেখানে ১৮৯২ সালে একটি স্কুল স্থাপন করেন। এবং সেই সময়ে ইংল্যান্ডে প্রচলিত নয়া শিক্ষা আন্দোলনে যোগদান করেন। স্বামীজী যখন শিকাগো বক্তৃতা শেষে লন্ডনে উপস্থিত হন, তখন ১৮৯৫ সালে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর আহ্বানে ১৮৯৭ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। সেই সময় স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করেন এবং মার্গরেট নোবেলের নামকরণ করেন ভগিনী নিবেদিতা নামে। যেখানে স্বামীজী হলেন গুরু ও ভগিনী নিবেদিতা হলেন শিষ্যা। এর পর ভগিনী নিবেদিতার জীবনে অক্লান্ত ও বিরামহীন কাজকর্ম চলতে থাকে। যার মধ্যে রয়েছে স্কুল স্থাপন করা, আর্ত মানুষের, পীড়িত ও দুর্গত মানুষের সেবা করা প্রভৃতি। [১] এমনকি ভারতকে দেশমাতা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়ে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর জীবনে এমন ঘটনা ঘটেছে যে তিনি অনাহারে দিন কাটিয়ে স্কুল পরিচালনা করেছেন এবং স্কুলে আসা ছাত্রীদের আহারের ব্যবস্থা করেছেন। আবার দিন-রাত এক করে গুরুতর ভাবে পীড়িত কোনো অসহায় মানুষকে সেবা দেবার জন্য ছুটে গেছেন এবং একই সাথে রাজনৈতিক কার্যকলাপেও যুক্ত থেকেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের বৈপ্লবিক সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। অসাধারণ এই মানবী ১৯১১ সালে দেহত্যাগ করেন। তিনি একজন অসামান্য নারী হিসাবে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে অকালে চলে যাওয়া সকলের কাছে চিরদিনের দুঃখের বিষয় হয়ে থাকবে। এমন কি তাঁর ধর্ম সংক্রান্ত কার্যকলাপ ও সমাজসেবা, তাঁর সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, সৌজন্যবোধ, নারী ভাবনা, বিশেষ করে নারী শিক্ষা প্রভৃতি জনমনে চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। [২] আসলে এক বিরামহীন

কর্মযজ্ঞের আয়োজন বোধ হয়, তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছিলো। যেখানে মহান ভারতের গর্বে গর্বিত এক মননশীলতা শুধু তাঁর মধ্যে দেখা যায়। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয়শীল ধারণা, ভারতকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। বিদেশিনী হয়েও ভারতবর্ষকে নিজের করে নিয়ে, ভারতের উন্নতির জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে ছিলেন, এমন উদাহরণ আর পাওয়া যাবে না। তিনি ছিলেন দেশাত্মবোধের এক অগ্নিগর্ভ প্রকাশ। কবিগুরু বলেছেন,— "নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করার এই যে এক বিস্ময়কর ক্ষমতা, এমনটা তিনি আর কোনো মানুষের মধ্যে দেখেন নি। তিনি ভারত সেবার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গীকৃত করে দিয়েছিলেন; তিনি তাঁর নিজের জন্য কোনো কিছুই রেখে যান নি। বস্তুত, তিনি ছিলেন জনগণের জননী।" [৩]

স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে কেলটিক রক্ত ও সিংহীর মতো তেজস্বিনী রূপ দেখে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর দ্বারাই ভবিষ্যত ভারতের কার্যকলাপ সফল হবে। কারণ ভারতীয় নারীদের অসহায়তার বিষয়টি স্বামীজীর মনকে সব সময় ব্যথা দিত। তাই স্বামীজী চেয়েছিলেন, ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষার আলোকে ভারতীয় নারীরা শিক্ষিত ও স্বাধীন হয়ে উঠুক। ঠিক তেমনি ভারতীয় নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠুক। এমন কি ভারতীয় নারীদের ও সাধারণ মানুষের উন্নতির ভাবনা নিয়ে স্বামীজী সারা জীবন তাঁর কাজকর্ম করে গেছেন। যার প্রভাব বর্তমান দিনে লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সংবিধানে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের বদলে, উভয়ের মধ্যে সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে। [৪] শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন দর্শন ও কর্মযজ্ঞে ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। ভগিনী নিবেদিতার মা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণা রম্না গর্ভধারিণী মহিলা এবং পিতা ছিলেন একজন ধর্মযাজক। তাই শৈশব কাল থেকে তাঁর জীবন এক ঈশ্বর ভাবময় পরিবেশের মধ্যে আবর্তিত হয়েছিল। ফলে স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম দর্শনে ভগিনী নিবেদিতা অভিভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনে এক অদ্ভূত পরিবর্তন এসেছিল। তাই তিনি মন প্রাণ গুরুর নিকট নিবেদন করে, ভারতের উন্নতির জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে, ভারতের সার্বিক উন্নতি, নারী ও নারী শিক্ষার জন্য তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, নারী প্রগতি, নারী বিকাশ প্রভৃতি যা স্থান জ্ঞান ছিল, সে গুলিকে সম্বল করে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর কাজ কর্ম শুরু করেছিলেন।[৫]

নারীদের শিক্ষা হবে প্রাচীন ভারতের আদর্শকে সামনে রেখে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবনাকে অবলম্বন করে। ভগিনী নিবেদিতার মতে শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর জীবন ছিল একটি নীরব প্রার্থনার মতো। তিনি ছিলেন নারীর আদর্শ সম্পর্কে শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের শেষ বাণী। প্রাচীন ভারতের আদর্শের উপর ভিত্তি করে, এই আধুনিক ভারতের জাগরণ হবে। ভগিনী নিবেদিতার উপর সব সময় শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর আশীর্বাদ ছিল। তাই তিনি এই বিশাল কাজের ভার নিতে পেরেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাকে এই শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীই তাঁর যিশু জননী মেরীর কথা মনে করিয়ে দিত। ভগিনী নিবেদিতা